

BAMU

Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat



বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৬



জাতীয় বাজেট ২০২৬-২০২৭: সারসংক্ষেপ পরিবহণ ও যোগাযোগ

সহযোগিতায়



১. প্রেক্ষাপট

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করে বর্তমান সরকার এ খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সরকার একটি সমন্বিত, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব পরিবহন করিডোর গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে।

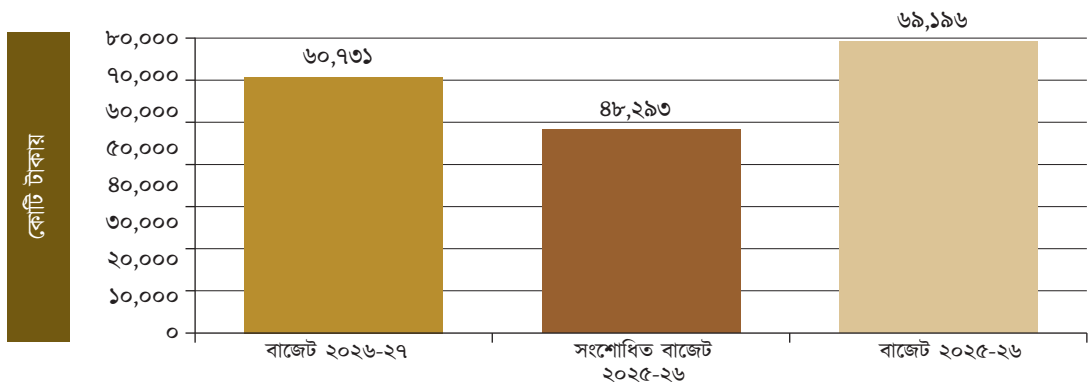
বাংলাদেশ রেলওয়েকে লোকসানি প্রতিষ্ঠান থেকে লাভজনক ও সেবামুখী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা এবং টিকেট কালোবাজারি রোধ, দুর্নীতি দমন ও যাত্রীসেবার মান উন্নয়নে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও, ঢাকা-সিলেট সড়ক উন্নয়ন এবং এ রুটের রেলপথে ডাবল লাইন স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

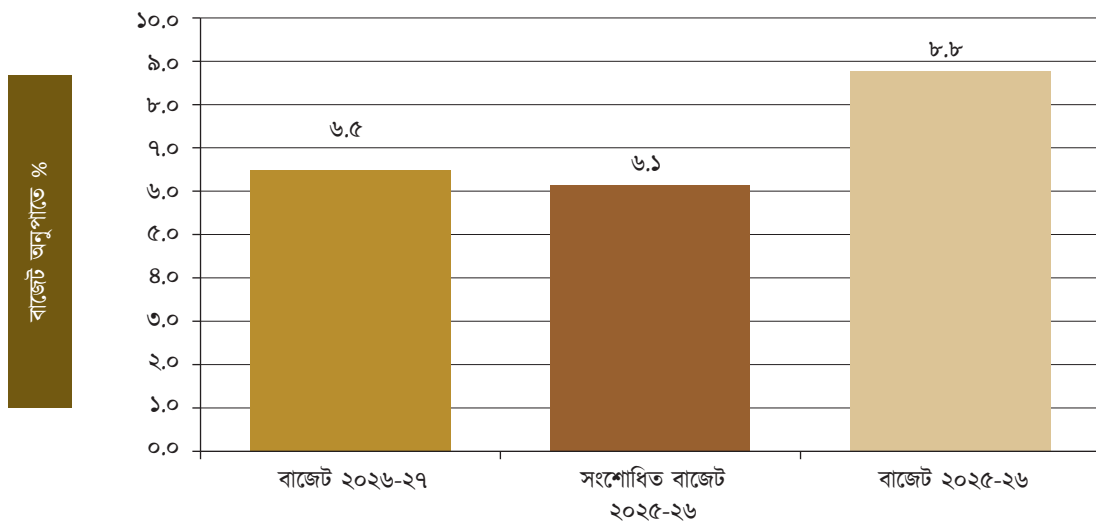
বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার অনুযায়ী, সকল জেলা ও প্রধান শহরকে সংযুক্ত করে একটি জাতীয় এক্সপ্রেসওয়ে গ্রিড তৈরি করা হবে এবং দেশের সড়ক অবকাঠামোকে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করা হবে [১]। পাটুরিয়া-দৌলতদিয়ায় দ্বিতীয় পদ্মা সেতু, দ্বিতীয় যমুনা সেতু এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে দ্রুত সম্পন্নকরণ বিবেচনায় রয়েছে। রেলখাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-পঞ্চগড় ও ঢাকা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ করিডোরে বিদ্যুতায়ন ও ডাবল ট্রাক নির্মাণকে জাতীয় মিশন হিসেবে গ্রহণ এবং ঢাকাসহ অন্যান্য মহানগরে মেট্রোরেল, এলিভেটেড রেল ও সার্কুলার কমিউটার লাইন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। নৌপরিবহন খাতেও নদীভিত্তিক শহরগুলোতে সার্কুলার জলপথ তৈরি, আধুনিক নদীবন্দর স্থাপন এবং বঙ্গোপসাগরকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে। ঢাকার যানজট নিরসনে স্যাটেলাইট শহর, মনোরেল ব্যবস্থা এবং নারীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিতে মহিলা-চালিত বিশেষ বাস সার্ভিস চালুর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে [২]। সেই ধারাবাহিকতায়, ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নিশ্চিত করার মাধ্যমে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে নিরাপদ, শাস্ত্রীয় ও সবার জন্য সহজলভ্য করার প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বাজেট বরাদ্দ

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছিল ৬২ হাজার ৮৭২ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৯ শতাংশ। পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে এই বরাদ্দ কমিয়ে ৫০ হাজার ২৮০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা সংশোধিত মোট বাজেটের ৬.৪ শতাংশ। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৬২ হাজার ৮৭২ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৬.৭ শতাংশ। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৫.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (লেখচিত্র ১)।

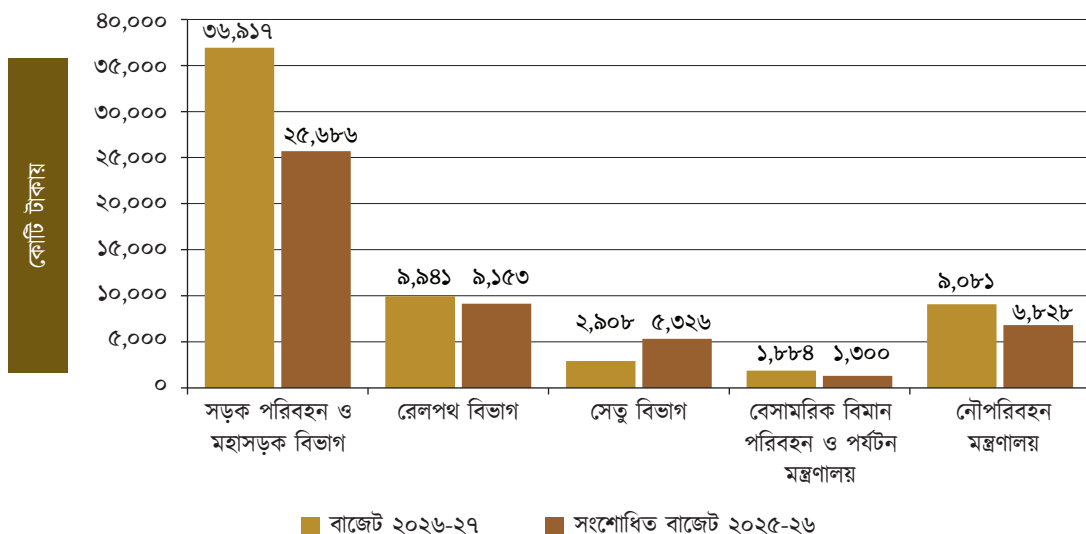
লেখচিত্র ১: পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে বাজেট বরাদ্দ





তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-২।

লেখচিত্র ২: পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ



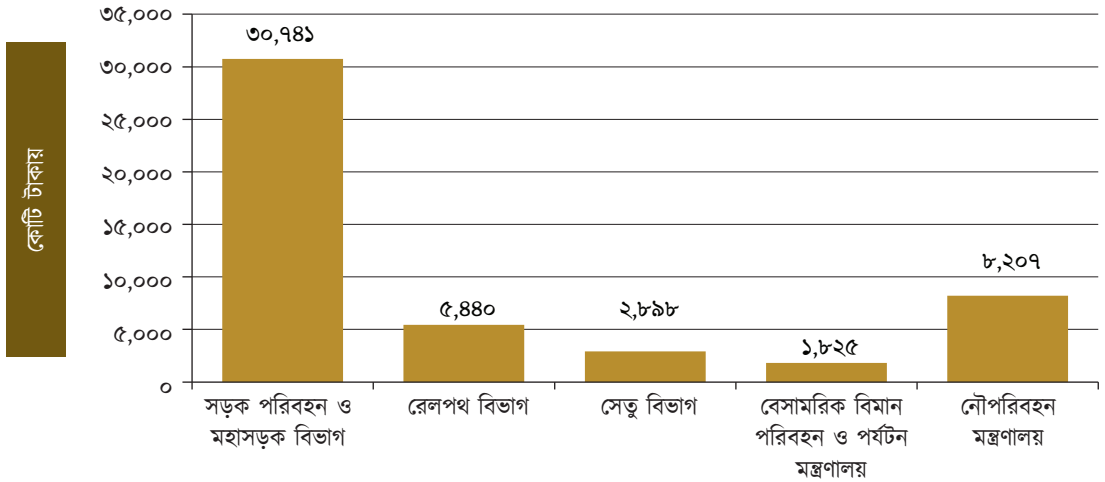
তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-২।

২০২৬-২৭ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে ৩৬ হাজার ৯১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া রেলপথ বিভাগের জন্য ৯ হাজার ৯৪১ কোটি, সেতু বিভাগের জন্য ২ হাজার ৯০৮ কোটি এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের জন্য ১ হাজার ৮৮৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

৩. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ

চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছিল ৬২ হাজার ৮৭২ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৯ শতাংশ। পরবর্তীতে সংশোধিত বাজেটে এই বরাদ্দ কমিয়ে ৫০ হাজার ২৮০ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়, যা সংশোধিত মোট বাজেটের ৬.৪ শতাংশ। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে মোট প্রস্তাবিত বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৬২ হাজার ৮৭২ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৬.৭ শতাংশ। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বরাদ্দ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ২৫.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (লেখচিত্র ৩)।

লেখচিত্র ৩: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বরাদ্দ



তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার ২০২৬-২৭, বিবরণী-১০, পৃ. ৪৮।

৪. উপসংহার

পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের টেকসই উন্নয়ন এবং এ খাতে বরাদ্দের কৌশলগত ব্যবহার দেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা নিশ্চিত করে অপরিসর্য। সড়ক, রেল ও নৌপথের সমন্বিত উন্নয়ন, আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি শাস্ত্রীয়, নির্ভরযোগ্য ও দ্রুতগামী পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। এই খাতে পরিকল্পিত বিনিয়োগ কেবল যাতায়াতের দুর্ভোগ লাঘব করবে না, বরং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

তথ্যসূত্র: [১] Bangladesh Nationalist Party (BNP) Manifesto.

[২] <https://tinyurl.com/33e9n6zk>